International Journal of Applied Research 2020; 6(12): 242-246

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(12): 242-246
www.allresearchjournal.com
Received: 23-10-2020
Accepted: 26-11-2020

Uttam Majhi
Research Scholar, Sanskrit, Pali & Prakrit, Visvabharati University, Santiniketan, West Bengal, India

Corresponding Author:
Uttam Majhi
Research Scholar, Sanskrit, Pali & Prakrit, Visvabharati University, Santiniketan, West Bengal, India

সম্প্রদানসংজ্ঞা প্রসঙ্গে ‘ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্’ বার্তিকের এক সমীক্ষা

Uttam Majhi

সারসংক্ষেপ
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আধার এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল স্রোত বেদকে রক্ষার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক । যথা- ‘রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্’ । সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধতা নিরূপনের জন্য অনেক ব্যাকরণগ্রন্থ পাওয়া যায়; কিন্তু সাক্ষাৎকৃতধর্ম এবং লৌকিক-বৈদিক উভয়বিধ সংস্কৃতবাঙ্ময়ে অকুণ্ঠিত প্রতিভার প্রতিমা মহর্ষি পাণিনি রচিত *‘অষ্টাধ্যায়ী’* এক সর্বাঙ্গপূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ । তবে পাণিনির উত্তরবর্তী কালে অনেক বৈয়াকরণ স্বতন্ত্রভাবে ব্যাকরণ রচনায় প্রয়াসী হলেও কেউই পাণিনির মহিমাকে ক্ষুন্ন করতে সক্ষম হয়নি । তবে পাণিনীয় সূত্র রচনার পর কাত্যায়ন স্বকীয় বার্তিক রচনার মাধ্যমে পাণিনীয় ব্যাকরণকে পূর্ণতা দিয়েছেন । পাণিনি মুনি কর্তৃক অদৃষ্ট বিষয়গুলির উপর কাত্যায়ন চর্চা করেছেন । পরবর্তীকালে মহর্ষি পতঞ্জলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অযৌক্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে গিয়ে পাণিনি সূত্রের যথার্থতা প্রমাণ করা । তেমনই একটি স্থল হল কারকপ্রকরণের সম্প্রদানসংজ্ঞা বিষয়ক পাণিনির প্রধান সূত্র -*‘কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্’* (১/৪/৩২) । উক্ত সূত্রানুসারে ‘বিপ্রায় গাং দদাতি’ ইত্যাদি স্থলে ‘বিপ্র’ প্রভৃতির সম্প্রদান সংজ্ঞা সিদ্ধ হয় । কিন্তু ‘পত্যে শেতে’ ইত্যাদি অকর্মক স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধানের জন্য বার্তিককার বললেন- *‘ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্’* । তাই ‘পতি’ প্রভৃতি স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা নিরূপনার্থে উক্ত বার্তিকের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে *মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, সিদ্ধান্তকৌমুদী* এবং বিভিন্ন টীকা গ্রন্থকে আশ্রয় করে সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ এই শোধপত্রের আলোচ্য বিষয় ।

বিষয়সূচক শব্দাবলী
বার্তিক, সম্প্রদান, অকর্মক, ক্রিয়া, কর্ম, কৃত্রিম কর্ম, অকৃত্রিম কর্ম, অন্বর্থসংজ্ঞা, ভেদবিবক্ষা, অভেদবিবক্ষা

প্রস্তাবনা
অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন সংস্কৃত বাঙ্ময়ের প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সর্বোচ্চ স্থান সদা বিরাজমান । প্রাচীন বৈয়াকরণ কর্তৃক বহুব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পাণিনি কর্তৃক রচিত *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থটি লৌকিক ও বৈদিক ভাষায় সাধুত্ব বিধানে অদ্বিতীয়, চিরকালজয়ী এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যত্নশীল নির্মাণের দ্বারা পরবর্তী সমস্ত ব্যাকরণগ্রন্থ পাণিনি সূর্যের প্রখরতায় ক্রমশ ম্লান হয়ে গিয়েছিল ।

যেটি দীর্ঘদিন ধরে এমনকি বর্তমান কাল অবধি চিন্তাবিদদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের উপর গভীর এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে । পরবর্তীকালে পাণিনির সূত্র যেখানে যেখানে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হতে পারছে না; সেখানে সেখানে নিয়মগুলির ভ্রমসংশোধন, পরিমার্জন এবং সংযোজন করার জন্য কাত্যায়ন বার্তিক রচনা করেছিলেন । বার্তিকের লক্ষণে বলা হয়েছে –

"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে ।
তং গ্রন্থং বার্তিকং প্রাহুর্বার্তিকজ্ঞা মহীষিণঃ ।।"[১]

তবে কাত্যায়ন শুধু পাণিনির কিছু কিছু সূত্র সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ এবং প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেননি; বেশীরভাগ জায়গাতেই তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় বা সেগুলিকে অপসারিত করা যায় । তেমনি একটি সমস্যার স্থল হল 'পত্যে শেতে', 'যুদ্ধায় সন্নহ্যতে' ইত্যাদি অকর্মক স্থলে পাণিনির 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'(১/৪/৩২) সূত্রদ্বারা সমর্থিত হয় না । তাই বার্তিককার 'ক্রিয়া' গ্রহণের দ্বারা উক্ত অকর্মক স্থলে- ক্রিয়ার দ্বারা অভিপ্রেয়মান 'পতি' প্রভৃতির সম্প্রদানসংজ্ঞা করেছেন । মহাভাষ্যকার "ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্"[২] এই বার্তিককে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি ক্রিয়ার কৃত্রিম কর্ম স্বীকার করে *'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'*(১/৪/৩২) এই সূত্রদ্বারা উক্ত উদাহরণ গুলিকে সমর্থন করেছেন । তত্ত্ববোধিনীকার *'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ* '(২/৩/১৪) সূত্রদ্বারা উক্ত উদাহরণ গুলি সমর্থন করার প্রয়াস করেছেন । আবার বৃত্তিকার বার্তিককে স্বীকার করেছেন, এই ভাবে বৈয়াকরণদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । তাহলে এখানে আশঙ্কা হয় বার্তিকের আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ? । বার্তিকটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কোন বৈয়াকরণের মতটি অধিক যুক্তি সংগত বলে মনে হয় তা বিচার্য ।

সম্প্রদানসংজ্ঞা বিধায়ক পাণিনি সূত্র করেছেন- *'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'* (১/৪/৩২)। এখানে 'সম্প্রদান' এর মহাসংজ্ঞা করার ফলে অনুগত অর্থ পাওয়া যায়- *"মহাসংজ্ঞাকরণমন্বর্থসংজ্ঞাবিধানার্থম্, সম্যক্ প্রদীয়তেঽস্মৈ তৎসম্প্রদানমিতি* । অত এবাহ দানস্যেতি । দানক্রিয়াকর্মণা কর্তা যমভিপ্রৈতি সংবন্ধাতি সম্বন্ধুমীপ্সতি বা তৎ কারকং সম্প্রদানসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ।"[৩] মহাসংজ্ঞার দ্বারা দানক্রিয়ার অধ্যাহার করা হয়, এই জন্য বৃত্তিতে দীক্ষিত বলেছেন – *'দানস্য কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানসংজ্ঞঃ স্যাৎ"* [৪] অর্থাৎ দান ক্রিয়ার কর্মের দ্বারা কর্তা যাকে সম্বন্ধ করতে ইচ্ছা করে তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয় । যেমন- 'নৃপঃ বিপ্রায় গাং দদাতি' এই উদাহরণে কর্ম 'গাম্' এর দ্বারা কর্তা নৃপ বিপ্রকে ইচ্ছা করে, তাই বিপ্রের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় এবং *'চতুর্থী সম্প্রদানে'* (২/৩/১৩) সূত্রদ্বারা অনভিহিত সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে ।

কাত্যায়ন পাণিনির 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'(১/৪/৩২) সূত্রে 'ক্রিয়া' গ্রহণের কথা বলেছেন । তাঁর মতে- কেবল দান ক্রিয়ার কর্মের দ্বারা সম্বধ্যমান পদার্থের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় তা নয়, কর্ম থেকে অতিরিক্ত ক্রিয়ার দ্বারাও সম্বধ্যমান পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হবে । অকর্মক ক্রিয়ার দ্বারা সম্বধ্যমান পদার্থেরই সম্প্রদানসংজ্ঞা করা বার্তিককারের উদ্দেশ্য । এই জন্য বার্তিককার অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন- 'শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে,' 'যুদ্ধায় সন্নহ্যতে, 'পত্যে শেতে' । *এই বিষয়ে তুলনীয় - "ইহ শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে,যুদ্ধায় সন্নহ্যতে,পত্যে শেতে ইত্যকর্মকধাতুবিষয়ে কর্মণোঽভাবাত্ তেনাভিপ্রেয়মানস্য সম্প্রদানতা ন সিধ্যতীতি 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্' ইতি বার্তিকেঽভিহিতম্*।"[৫]

এই বিষয়ে মহাভাষ্যকার প্রথমে বার্তিকের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন- *"ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে, যুদ্ধায় সন্নহ্যতে,পত্যে শেতে ইতি* ।"[৬] অর্থাৎ সম্প্রদান সংজ্ঞায় ক্রিয়াগ্রহণ করতে হবে । কারণ 'শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে', যুদ্ধায় সন্নহ্যতে,' পত্যে শেতে' ইত্যাদি স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়ার কারণে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে এবং এই সমস্ত উদাহরণে কোনো কর্ম নেই, যাকে নিমিত্ত করে সম্প্রদান সংজ্ঞা হতে পারে অতএব এই সমস্ত স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞার জন্য 'ক্রিয়া' গ্রহণ আবশ্যক ।

পরক্ষণে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্তিকের খণ্ডন পূর্বক প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বার্তিকের প্রয়োজনীয়তা – *'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'* (১/৪/৩২) এই সূত্রদ্বারা প্রতিপাদনের জন্য যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেছেন । ক্রিয়ার কর্ম 'গো' প্রভৃতির দ্বারা উদ্দেশ্যরূপে অভিপ্রেত বিপ্রের যেমন সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে, তেমনী কেবল ক্রিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য রূপে অভিপ্রেত 'পতি' প্রভৃতিরও সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে । কারণ লৌকিক প্রয়োগে ক্রিয়ার অর্থ কর্ম – *"কাং ক্রিয়াং করিষ্যসি, কিং কর্ম করিষ্যসীতি* ।"[৭] কিন্তু কর্ম এবং ক্রিয়াকে পর্যায় মানা পর্যাপ্ত নয়, কারণ শাস্ত্রীয় কর্ম অর্থাৎ কৃত্রিম কর্ম এবং ক্রিয়ার্থক লৌকিক কর্ম অর্থাৎ অকৃত্রিম কর্ম দুয়ের উপস্থিত হলে শাস্ত্রীয় কর্ম গ্রহণ হয়ে যায়- *"কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে সম্প্রত্যয়ো ভবতি* ।"[৮]

কিন্তু পাণিনি কর্ম শব্দের দ্বারা ক্রিয়াকে বোঝান নি, কারণ তিনি সূত্র করেছেন- *"কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম"* (১/৪/৪৯) এই সূত্র দ্বারা কর্তার ঈপ্সিততমই কর্ম যদি সূত্রকারের অভিপ্রেত হয়, তাহলে ক্রিয়াকে কর্ম রূপে গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান সংজ্ঞা কিভাবে করা যেতে পারে ? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন- *"ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম* ।" [৯]

অর্থাৎ ক্রিয়ারও কৃত্রিম কর্ম হয় । ক্রিয়া কিভাবে কৃত্রিম কর্ম হতে পারে এইরূপ আপত্তির অবতারণায় ভাষ্যকার বলেছেন- *"ক্রিয়াপি ক্রিয়য়েপ্সিততমা ভবতি । কয়া ক্রিয়য়া ? সন্দর্শন ক্রিয়য়া বা, প্রার্থয়তিক্রিয়য়া বা, অধ্যবসয়তি ক্রিয়য়া বা। ইহ য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী ভবতি স বুদ্ধ্যা তাবৎ কঞ্চিদর্থং সম্পশ্যতি, সংদৃষ্টে প্রার্থনা, প্রার্থনায়ামধ্যবসায়ঃ, অধ্যবসায় আরম্ভঃ, আরম্ভে নির্বৃত্তিঃ নির্বৃত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ ।"*[১০] অর্থাৎ সন্দর্শন, প্রার্থনা, অধ্যবসায়, আরম্ভ, নিবৃত্তি এই ক্রিয়া গুলি পরপর হয়ে থাকে । প্রথমে মানুষ দেখে- এই বস্তুটি এই প্রকার, দেখার পরে অভীপ্সিত বস্তু গ্রহণের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে, সেই বস্তুটির যাতে প্রাপ্তি ঘটে, সেই জন্য অধ্যবসায়ের আরম্ভ হয় এবং আরম্ভ বা প্রচেষ্টার ফলে সেই অভীপ্সিত ফলের প্রাপ্তি হয়ে থাকে যা নিবৃত্তি । এখানে একটি ক্রিয়া অপর ক্রিয়ার কর্ম- পূর্ব পূর্ব ক্রিয়ার প্রতি পর পর ক্রিয়ার- "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম"(১/৪/৪৯) সূত্র অনুসারেই কর্ম সংজ্ঞা হয়ে থাকে । সুতরাং 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি উদাহরণে পূর্ববর্তী সন্দর্শন, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ম শয়নক্রিয়া, এই শয়নক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল- 'পতি' প্রভৃতি । সেই জন্য 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'(১/৪/৩২) সূত্র অনুসারেই সম্প্রদান সংজ্ঞা সিদ্ধ হয়ে যায়, তাই বার্তিকের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে পূর্বোক্ত সন্দর্শন, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়া সার্বত্রিক তাই সকল ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার ঈপ্সিততম কর্ম ক্রিয়া থাকা সম্ভব, তা হলে 'কটং করোতি', 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকারে 'কট', 'ওদন' প্রভৃতির সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়ে- 'কটায় করোতি', 'ওদনায় পচতি' ইত্যাদি অনিষ্ট প্রসক্তি হবে । এর উত্তরে কৈয়ট বলেন- *"যদা তু সন্দর্শনাদয়ো ধাত্বর্থাদ্ভেদেন বিবক্ষ্যন্তে তদা সম্প্রদান সংজ্ঞা, অন্যদা তু কর্মসংজ্ঞৈব । যথা 'কটং করোতীতি সা চ ভেদাভেদবিবক্ষা প্রয়োগদর্শনবশেন নিয়তবিষয়ৈবাশ্রীয়তে ইতি ন প্রয়োগস্য সঙ্করঃ ।"*[১১] অর্থাৎ সন্দর্শন, প্রার্থনা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যখন ধাতুর অর্থস্বরূপ ক্রিয়া হতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় তখন তাতে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, আর যখন ধাতুর অর্থ ক্রিয়া হতে সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অভেদবিবক্ষা করা হয় তখন তাতে কেবল কর্মসংজ্ঞাই হবে । এইভাবে ভেদাভেদবিবক্ষায় অভীষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়া সম্ভব । 'কটং করোতি,' 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ ক্রিয়ার সহিত পূর্বোক্ত সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়ার অভেদবিবক্ষা হওয়ার জন্য সম্প্রদানত্ব হয় না । গত্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রে ভেদ এবং অভেদ উভয়েই বিবক্ষা হয় । ভেদবিবক্ষা হলে 'গ্রামায় গচ্ছতি' এবং অভেদবিবক্ষা দশায় 'গ্রামং গচ্ছতি' প্রয়োগ হয় – *"ভাষ্যমতে তু যত্র সম্প্রদানত্বমিষ্টং তত্র সন্দর্শনাদীনাং ক্রিয়য়াশ্চ ভেদো বিবক্ষ্যতে । ততশ্চ তৈরাপ্যমানা ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্মেতি সিদ্ধম্ । তয়াভিপ্রেয়মানস্য সম্প্রদানত্বম্ ।"*[১২] একে আধার করে ভাষ্যকার 'গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি'(২/৩/১২) এই সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । দ্বিতীয়ায় কর্ম সিদ্ধ হয় এবং চতুর্থীতে সম্প্রদান হয়- *"তত্র যদা গমনস্য সন্দর্শনাদীনাং চ ভেদো বিবক্ষ্যতে তদা সন্দর্শনাদিভিঃ ক্রিয়াভিরাপ্যমানত্বাৎ কর্মণা গমনেনাভিপ্রেয়মাণস্য সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী ভবতি ।"*[১৩]

এই ভেদবিবক্ষা বিষয়ে ভর্তৃহরির উক্তিও উপজীব্যাত্মক এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য –

> "ভেদস্য চ বিবক্ষায়াং পূর্বং পূর্বং ক্রিয়াং প্রতি ।
> পরস্যাঙ্গস্য কর্মত্বান্ন ক্রিয়াগ্রহণং কৃতম্ ।।"
> (বাক্যপদীয় ৩/১৩১)

অর্থাৎ যখন প্রধান ক্রিয়া থেকে সন্দর্শনাদি ক্রিয়া ভিন্ন রূপে বিবক্ষিত হয়, তখন প্রত্যেক পূর্ববর্তী ক্রিয়ার প্রতি তার উত্তরবর্তী অঙ্গ কর্ম হয়ে যায় এবং কর্মের দ্বারা 'অভিপ্রেয়মান' যে তা সম্প্রদান হয় । এই কারণে ক্রিয়ার দ্বারা 'অভিপ্রেয়মান' এইরূপ পৃথক উপন্যাস না করে ভাষ্যকার 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'(১/৪/৩২) এই সূত্রের মধ্যেই অন্তর্গত করেছেন । মনে করা হোক প্রধান ক্রিয়া 'গচ্ছতি' এর অঙ্গ সন্দর্শন প্রার্থনা এবং অধ্যবসায় । সন্দর্শন ক্রিয়ার দ্বারা প্রার্থনা ক্রিয়া ঈপ্সিততম হয়, প্রার্থনার দ্বারা অধ্যাবসায়- এই তিনটির দ্বারা প্রধান ক্রিয়া (গমন) আপ্যমান হয় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রার্থনা, অধ্যবসায় তথা সম্পূর্ণ গমন ক্রিয়ার কর্ম হয় । এইরূপ কর্মের দ্বারা সম্বধ্যমান পদার্থের সরলতার সঙ্গে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়ে য়ায় ।

এই স্থিতিতে আশঙ্কা হয় 'কটং করোতি', 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলেও তথাকথিত ক্রিয়াকর্ম (কৃত্রিম কর্ম) দ্বারা অভিপ্রেয়মান পদার্থ 'কট,' 'ওদন' এর সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়ে যায়, কিন্তু এটি অসংগত । এর সমাধানে বলা হয়েছে ক্রিয়াকর্ম হলেও কট বা ওদনের কর্মসংজ্ঞা হতে কোন বাধা থাকবে না, যদি অভেদবিবক্ষা হয় –

> "ক্রিয়াণাং সমুদায়ে তু যদৈকত্বং বিবক্ষিতম্ ।
> তদা কর্ম ক্রিয়াযোগাত্ স্বাখ্যয়ৈবোপচর্যতে ।।"
> (বাক্যপদীয় ৩/১৩২)

এখন প্রশ্ন হতে পারে অভেদ বিবক্ষার দ্বারা কর্মসংজ্ঞা হয়, কিন্তু যদি কোনো ব্যাক্তি 'কট'; 'ওদন' ইত্যাদি স্থলে ভেদবিবক্ষা করে তবে সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে না কেন ? এর

উত্তরে বলা হয়েছে বিবক্ষা নিয়ত হয়, কিন্তু যাদৃচ্ছিক নয় –

"ভেদাভেদবিবক্ষা চ স্বভাবেন ব্যবস্থিতা।
তস্মাদ্ গত্যর্থকর্মত্বে ব্যভিচারো ন দৃশ্যতে ।।" (বাক্যপদীয় ৩/১৩৩)

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ লৌকিক প্রয়োগ সমর্থনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্রে উপায় পরিকল্পনা করা হয় । অতএব প্রয়োগ দেখে বুঝতে হবে ভেদ এবং অভেদবিবক্ষা নিয়ত । 'পত্যে শেতে'- এখানে কেবল ভেদবিবক্ষা হয় এবং 'কটং করোতি' এখানে কেবল অভেদবিবক্ষা হয় । যদি 'কটায় করোতি' প্রয়োগ হত তা হলে বিবক্ষা যাদৃচ্ছিক মানা হত, কিন্তু এইরূপ হয় না । অতএব লৌকিক প্রয়োগকে আধার করে বিবক্ষা নিয়ত বিষয় বা অসার্বত্রিক মানা হয় । এই কারণে গত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভেদ এবং অভেদ দুটি বৈকল্পিক বিবক্ষা মেনে 'গ্রামং গ্রামায় বা গচ্ছতি' এইরূপ কর্ম এবং সম্প্রদানসংজ্ঞা করা হয় ।

তবে তত্ত্ববোধিনীকারের অভিমত হল-'পত্যে শেতে', যুদ্ধায় সন্নহ্যতে' ইত্যাদি স্থলেও 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ'(২/৩/১৪) এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি হতে পারে ।কারণ 'অনুকূলয়িতুম্', 'কর্তুম্' ইত্যাদি তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অধ্যাহার করে 'পতিমনুকূলয়িতুম্ শেতে,' 'যুদ্ধং কর্তুং সন্নহ্যতে' ইত্যাদি বাক্যে 'পতি,' 'যুদ্ধ' প্রভৃতিতে ঊহ্য তুমুন্ ক্রিয়ার কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হওয়া *সম্ভব -"এতচ্চ 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' ইত্যনেন সিদ্ধম্* । 'পত্যে শেতে' *ইত্যাদৌ পতিমনুকূলয়িতুং শেতে ইত্যাদ্যর্থাভ্যুপগমে বাধকাভাবাত্* ।"[১৪] তত্ত্ববোধিনীকার ক্রিয়ার কৃত্রিম কর্ম অস্বীকার হেতু বার্তিককে সমর্থন করেছেন- *"ক্রিয়ায়াঃ কৃত্রিমকর্মত্বাভাবাৎ তয়া অভিপ্রেয়মানস্য সূত্রেণ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতীতি বচনম্* ।"[১৫] তবে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি স্থলে দদাতি কর্মত্ব অভাব হেতু "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্"[১৬] এইরূপ বার্তিক করা হয়েছে এরকম বলা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ মহাভাষ্যকার 'সম্প্রদানসংজ্ঞা'র অন্বর্থসংজ্ঞা মানেন নি । অতএব ভাষ্যকার মতে 'দা' ধাতুর প্রয়োগে স্বস্বত্ব-ধ্বংস পূর্বক পরস্বত্বোৎপাদন রূপ অর্থ না হয়ে, 'দা' ধাতুর প্রয়োগ না হলেও ক্রিয়ামাত্র উদ্দেশ্যেরই 'সম্প্রদানসংজ্ঞা' মনেছে, ফলে -'কটং করোতি,' 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলে সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রসঙ্গ থাকে অর্থাৎ সম্প্রদানসংজ্ঞা এবং কর্মসংজ্ঞা বিকল্প হয়ে যায় ফলে 'কটায় করোতি', 'ওদনায় পচতি' ইত্যাদি অনিষ্ট প্রয়োগের আপত্তি হয় - *"ভাষ্যে অন্বর্থসংজ্ঞাত্বাস্বীকারাত্। নন্বেবং কটং করোতি,ওদনং পচতীত্যাদাবপি সম্প্রদানত্বপ্রসঙ্গস্তথা চ বচনদ্বয়বলাত্ কর্মসম্প্রদানয়োঃ পর্যায়ত্বে কটায় করোতীত্যাদ্যনিষ্টপ্রয়োগোঽপি স্যাদিতি চেত্* ।"[১৭] এর উত্তরে বলা হয়েছে- 'পত্যে শেতে' এই অকর্মক স্থলে সাবকাশ সম্প্রদানসংজ্ঞা নিরবকাশ কর্মসংজ্ঞার দ্বারা বাধিত হওয়ায় 'কটায় করোতি' এই রূপ অনিষ্ট প্রসক্তি হয় না- *"পত্যে শেতে ইত্যকর্মকস্থলে সাবকাশায়াঃ সম্প্রদানসংজ্ঞায়া নিরবকাশয়া কর্মসংজ্ঞয়া বাধিতত্বান্নৈবানিষ্টপ্রসক্তিঃ* ।"[১৮] বালমনোরমাকারেও একই অভিমত - " ওদনং পচতীত্যাদাবপি সম্প্রদানত্বপ্রসঙ্গঃ । ন চ কর্মজ্ঞাবিধিবৈয়র্থ্যং শঙ্ক্যম্, অত এব তত্র কর্মত্বসম্প্রদানত্বয়োর্বিকল্পোপপত্তেরিতি চেত্, ন- পত্যে শেতে ইত্যকর্মকস্থলে সাবকাশায়াঃ সম্প্রদানসংজ্ঞায়াঃ সকর্মকস্থলে কর্মসংজ্ঞয়া বাধাত্ । তথা চ অকর্মকক্রিয়োদ্দেশ্যমপি সম্প্রদানমিতি ফলতীতি ভাবঃ ।"[১৯]

মহাভাষ্যকার বার্তিকটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য ক্রিয়ার কৃত্রিম কর্ম স্বীকার, ভেদাভেদবিবক্ষা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনা করেছেন, যা সাধারণ পাঠকের ক্ষেত্রে সহজে বোধগম্য হওয়া দুর্বোধ্য । সেই জন্য মনে হয় 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'(১/৪/৩২) এই সূত্রের বৃত্তিকার মতানুসারে ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগ সমর্থনের জন্য বার্তিকটির স্বীকৃতি দিলে অনায়াসে সম্প্রদান বিষয়ক জ্ঞান হওয়া সম্ভব । আবার তত্ত্ববোধিনীকারের মতে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ'(২/৩/১৪) সূত্রানুসারে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি বার্তিককৃত উদাহরণগুলি- ঊহ্য তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্ম 'পতি' ইত্যাদিতে চতুর্থী বিভক্তি হওয়া সম্ভব- এই মত স্বীকার করলে কোনো বিরোধ হয় না। আবার মহাভাষ্যকার বার্তিকটিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য ভেদাভেদবিবক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন । ফলে 'কটং করোতি' ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ ক্রিয়ার সহিত পূর্বোক্ত সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়ার অভেদবিবক্ষা হওয়ার জন্য 'কট' ইত্যাদিতে কর্মসংজ্ঞা হয়েছে এবং 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত সন্দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ধাতুর অর্থস্বরূপ ক্রিয়া হতে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হওয়ায় 'পতি' ইত্যাদিতে সম্প্রদান হয়েছে । 'গ্রামং গচ্ছতি', 'গ্রামায় গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে ভেদাভেদ উভয় বিবক্ষা হওয়ায় কর্ম এবং সম্প্রদান উভয়ই সম্ভব হয়েছে, তাই ভাষ্যকার –'গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি'(২/৩/১২) এই সূত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । কিন্তু বার্তিকটিকে স্বীকার করে নিলে কিংবা তত্ত্ববোধিনীকারের মতকে স্বীকৃতি দিলে 'পত্যে

শেতে' ইত্যাদি স্থলে অনায়াসেই সম্প্রদান বিষয়ক জ্ঞান হয়, অপরদিকে 'গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ……' সূত্রও ব্যর্থ হয় না, এতে পাণিনি সূত্রের মহিমা অক্ষুন্ন থাকে।

উল্লেখপঞ্জী –

1. *সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ১১১।
2. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ সূত্রের *ব্যাকরণমহাভাষ্য*।
3. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ সূত্রের *তত্ত্ববোধিনী* টীকা।
4. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ সূত্রের *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* বৃত্তি।
5. *বাক্যপদীয়*, ২/১৩০ কারিকার *প্রকাশ* টীকা।
6. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ সূত্রের *ব্যাকরণমহাভাষ্য*।
7. ঐ
8. ঐ
9. ঐ
10. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *প্রদীপ* টীকা।
11. ঐ
12. *শব্দকৌস্তুভ*, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১২১।
13. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *প্রদীপ* টীকা।
14. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *তত্ত্ববোধিনী* টীকা।
15. ঐ
16. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৩/২৩ সূত্রের বার্তিক।
17. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *তত্ত্ববোধিনী* টীকা।
18. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *তত্ত্ববোধিনী* টীকা।
19. *অষ্টাধ্যায়ী* ১/৪/৩২ *বালমনোরমা* টীকা।

গ্রন্থপঞ্জী –

1. গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, *ব্যাকরণ মহাভাষ্যে কারকাহ্নিক*, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো ২০১৮।
2. পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্য* (প্রথম খণ্ড), প্রদীপ ও উদ্দ্যোতটীকা সহিত, সম্পাদক ভার্গবশাস্ত্রী জোশী, দিল্লী : চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২০১৪।
3. পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্য* (প্রথম অধ্যায়), সম্পাদক হরিনারায়ণতিবারী, বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২০১৪।
4. পাণিনি, *অষ্টাধ্যায়ী* (প্রথম ভাগ), সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র, দিল্লী : চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২০১৪।
5. ভর্তৃহরি, *বাক্যপদীয়* (দ্বিতীয় ভাগ), *প্রকাশ* টীকা সহিত, সম্পাদক রঘুনাথ শর্মা, বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ-সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬।
6. ভট্টোজিদীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (প্রথম ভাগ), *বালমনোরমা* ও *তত্ত্ববোধিনী* টীকা সহিত, সম্পাদক গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, বারাণসী : মোতিলাল বনারসী দাস, পুনর্মুদ্রণ ২০১০ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪)।
7. ভট্টোজিদীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (প্রথম ভাগ), *বালমনোরমা* টীকা সহিত, সম্পাদক গোপালদত্তপাণ্ডেয়, বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২০১৭।
8. ভট্টোজিদীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (কারকপ্রকরণ), বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৬ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮)।
9. ভট্টোজিদীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (কারকবিভক্তিপ্রকরণ), সম্পাদক অযোধ্যানাথ সান্যাল, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় প্রকাশ ১৪১৮ (প্রথম প্রকাশ ১৩৮২)।
10. ভট্টোজিদীক্ষিত, *শব্দকৌস্তুভ* (দ্বিতীয় ভাগ),সম্পাদক গোপালশাস্ত্রী নেনে, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৯৮৫।
11. মীমাংসক, যুধিষ্ঠির, *সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস*, সম্পাদক রামনাথ ত্রিপাঠী শাস্ত্রী, বারাণসী : চৌখম্ভা ওরিয়ন্টালিয়া ২০১৪।
12. শর্মা, উমাশংকর, *সংস্কৃত-ব্যাকরণ মে কারকতত্ত্বানুশীলন*, বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন ২০১১।